তারিখ ... 25 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

সমকাল

মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট রাখতে হবে

■ বিশেষ প্রতিনিধি

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ছাত্রীদের ঋতুকালীন বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে একজন শিক্ষিকাকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার এ-সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

একই পরিপত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। এ আদেশে বলা হয়, টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির নজরদারিতে আনতে হবে। ম্যানেজিং কমিটি এ খাতে একটি পৃথক সংরক্ষিত তহবিলের ব্যবস্থা করবে। তারা টয়লেটগুলো নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখতে লোক নিয়োগ করবে। সংরক্ষিত তহবিল থেকে এ ব্যয় মেটানো যাবে। এ ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে স্যানিটারি ন্যাপকিন রাখতে হবে।

পরিপত্রে ২০১৪ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল বেইজলাইন সার্ভে'র প্রাথমিক প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতি ১৮৭ শিক্ষার্থীর জন্য একটি টয়লেট আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টয়লেটগুলোর ৪৫ শতাংশ বন্ধ থাকে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ টয়লেটের ভেতরে বা কাছাকাছি পানি ও হাত ধোয়ার জন্য সাবানের ব্যবস্থা থাকে না। টয়লেটগুলোর জানালা থাকে ছোট, আলো ঢুকতে পারে না। আবার বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও বাল্ব থাকে না। টয়লেট অব্যবস্থাপনা মেয়েদের স্বাস্থ্য সমস্যা ও উপস্থিতির ওপর বেশি প্রভাব ফেলে। বেশিরভাগ মেয়ে ঋতুকালে স্কুলে উপস্থিত হতে পারে না। শতকরা ৮০ ভাগ উপস্থিতি না থাকায় তারা উপবৃত্তি থেকেও বঞ্চিত হয়।

গতকাল জারি করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ পরিপত্রে আরও বলা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নেতৃত্ব দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট বা গার্লস গাইডের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে টয়লেট ও স্যানিটেশন কমিটি গঠন করা যেতে পারে। প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পালাক্রমে সারা বছরের জন্য টয়লেট পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব দেবেন। জেন্ডার বান্ধব স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে হবে। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।